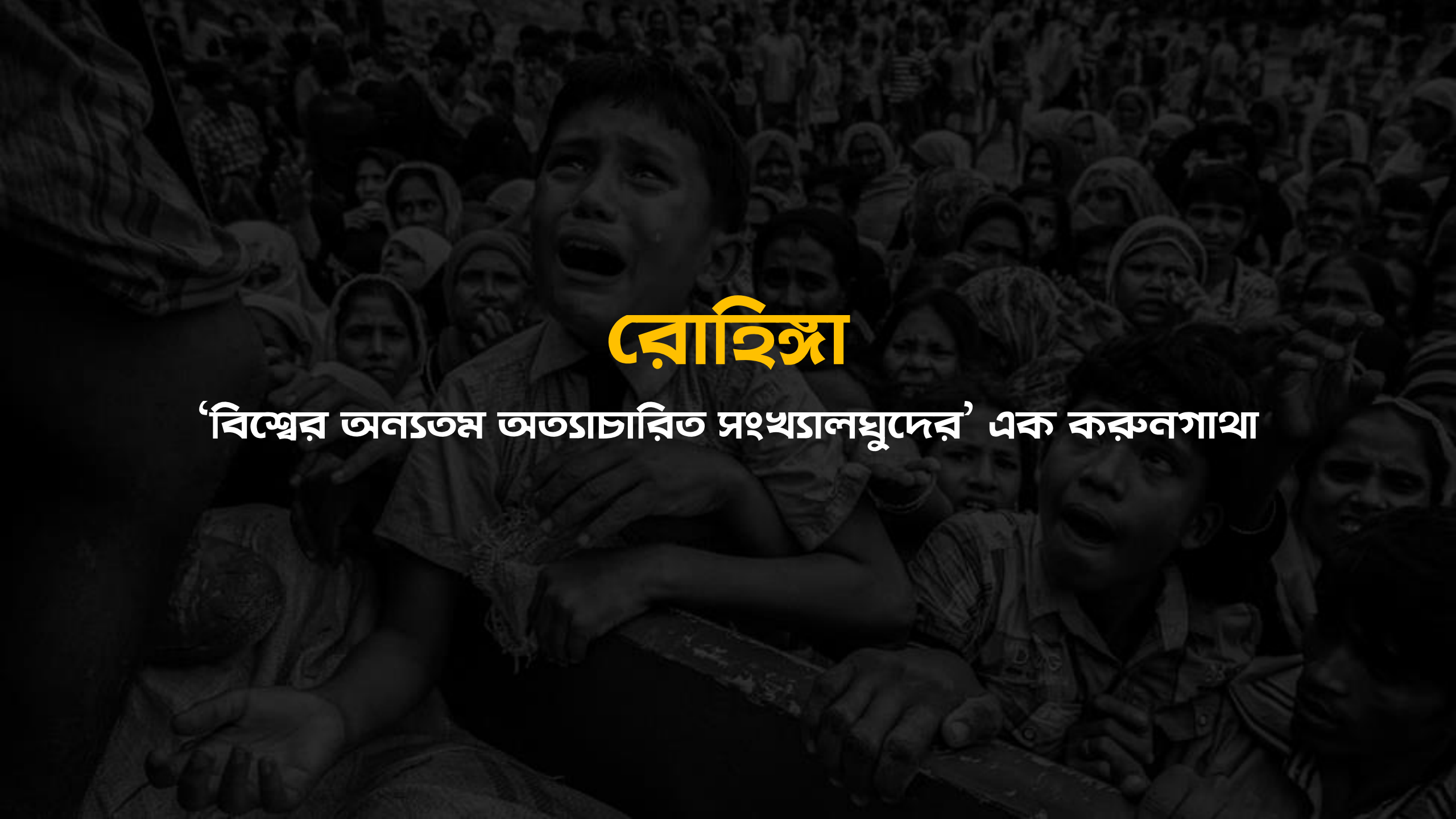

রোহিঙ্গা

‘বিশ্বের অন্যতম অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের’ এক করুনগাথা

রোহিঙ্গা কারা?

- রোহিঙ্গা হলো পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি রাষ্ট্রবিহীন ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠী।
- অধিকাংশ রোহিঙ্গা ইসলাম ধর্মের অনুসারি যদিও কিছু সংখ্যক হিন্দু ধর্মের অনুসারিও রয়েছে।
- রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আধুনিক লিখিত ভাষাই হল রোহিঙ্গা ভাষা। এটি ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত যার সাথে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার মিল রয়েছে।
- ২০১৭ সালের পূর্বে মায়ানমারে প্রায় ১.৪ মিলিয়ন রোহিঙ্গা বসবাস করতো।

মিয়ানমার- ইতিহাসের স্মৃতিচারণ

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের আগমণ

- মিয়ানমার ভূখণ্ডে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের আগমণ ঘটলে ইসলামের গোড়াপত্তন শুরু হয়। আরব বংশোদ্ভূত এই জনগোষ্ঠী মায়্যু সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আরাকানের নিকটবর্তী ম্রক-ইউ এবং কাইয়্যুকতাও শহরতলীতেই বসবাস করতো। এই অঞ্চলে বসবাসরত মুসলিম জনপদই পরবর্তীকালে রোহিঙ্গা নামে পরিচিতি লাভ করে।

মিয়ানমার- ইতিহাসের স্মৃতিচারণ

ম্রক-ইউ রাজ্য

- ম্রক-ইউ রাজ্যের সম্রাট নারামেখলার (১৪৩০-১৪৩৪) শাসনকালে বাঙালিদের আরাকানে বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। তার উত্তরাধিকাররা চট্টগ্রাম দখল করে নয়। ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকানের সাথে যুক্ত ছিলো। এই সময়ে আরাকানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মিয়ানমার- ইতিহাসের স্মৃতিচারণ

বর্মিদের দখলদারিত্ব

- ১৭৮৫ সালে বর্মিরা আরাকান দখল করে। এই সময় বিপুল হত্যাযজ্ঞ চললে অনেক মুসলিম চট্টগ্রামের দিকে এসে আশ্রয় নেয় এবং কিছু অংশকে মধ্য বার্মাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফ্রান্সিস বুকানন তার একটি লেখায় উল্লেখ করেন এই জনগোষ্ঠীরা নিজেদেরকে রুইঙ্গা (Rooinga) হিসেবে উল্লেখ করে।

মিয়ানমার- ইতিহাসের স্মৃতিচারণ

ব্রিটিশ শাসন

- ব্রিটিশ শাসনামলে কৃষিকাজের জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক অধিবাসী আরাকানে অভিবাসন করেছে আবার আরাকান থেকেও অনেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে। ব্রিটিশ আমলে কাজের উদ্দেশ্যে এভাবে আরাকানে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় হতেই আরাকানের মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। এই দ্বন্দ্ব সমাধানের আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়ে এবং পরবর্তীতে বার্মা স্বাধীন হয়ে পড়ে।

মিয়ানমার- ইতিহাসের স্মৃতিচারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও চল্লিশের দশক

- জাপানিদের আক্রমণের সময় উত্তর আরাকানের ব্রিটিশপন্থী অস্ত্রধারী মুসলিমদের দল বাফার জোন সৃষ্টি করে। রোহিঙ্গারা যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষকে সমর্থন করেছিল এবং জাপানি শক্তির বিরোধিতা করেছিল। জাপানিরা হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হত্যা করেছিল। এই সময়ে প্রায় ২২,০০০ রোহিঙ্গা সংঘর্ষ এড়াতে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলায় চলে গিয়েছিল। জাপানি এবং বর্মিদের দ্বারা বারংবার গণহত্যার শিকার হয়ে প্রায় ৪০,০০০ রোহিঙ্গা স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে চলে আসে।

মিয়ানমার- ইতিহাসের স্মৃতিচারণ

স্বাধীন মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের অবস্থা

- স্বাধীন বার্মাতে রোহিঙ্গারা নানা সময়ে অত্যাচারিত হতে থাকে। তাদেরকে দেশের নাগরিক হিসেবেই স্বীকৃতি প্রদান করা থেকে বিরত থাকে মায়ানমারের শাসকগোষ্ঠী। ১৯৬২ সালে সামরিক জান্তা শাসন ক্ষমতা দখল করলে রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার বেড়ে যায়। ১৯৮২ সালের বার্মিজ নাগরিকত্ব আইন অনুসারে তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। রোহিঙ্গারা ১৯৭৮, ১৯৯১-১৯৯২, ২০১২, ২০১৫ ও ২০১৬-২০১৭ সালে সামরিক নির্যাতন এবং দমনের সম্মুখীন হয়েছে।

রোহিঙ্গা সঙ্কটের মূল কারণগুলো

- রোহিঙ্গাদের সাথে ঐতিহাসিকভাবে আরাকান বৌদ্ধদের দ্বন্দ্ব।
- পাকিস্তান সৃষ্টির সময় রোহিঙ্গাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম মায়ানমারের শাসকদের আরো ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।
- মিয়ানমার সরকারের নাগরিকত্ব স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি দেয়ার খেলা
- ১৯৫৪ মিয়ানমারের প্রধানমন্ত্রী ইউ নু বলেছিলেন, "রোহিঙ্গাদের কাচিন, কায়াহ, কারেন, মন, রাখাইন এবং শানের মতো সমান মর্যাদা আছে"
- ১৯৬২ সালে সামরিক জান্তা শাসন দখল করে এবং রোহিঙ্গাদের মায়ানমারের নাগরিক হিসেবে অস্বীকার করে।
- ১৯৬২- ১৯৮৮ পর্যন্ত নে উইন এর শাসনামলে প্রান্তিককরণের প্রক্রিয়া চলমান ছিলো রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে
- ১৯৮২ সালের বার্মিজ নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করা হলে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের দলবদ্ধভাবে প্রস্থান-

- ১৯৪২-৪৫: জাপানিরা জাপানিপন্থীদের সাথে আরাকানিজ/রাখাইন বৌদ্ধদের দ্বারা রোহিঙ্গাদের গণহত্যা → ৪০,০০০ রোহিঙ্গা নিহত
- ১৯৫০-৬১: বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযান- অপারেশন মায়ু (১৯৫২), অপারেশন মনসুন (১৯৫৪) ইত্যাদি
- ১৯৭৮: 'অপারেশন ড্রাগন কিং' প্রায় ২০০,০০০ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে যেতে বাধ্য করেছিল।
- ১৯৯১: 'অপারেশন ক্লিন অ্যান্ড বিউটিফুল নেশন' ২৫৫,০০০ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে যেতে বাধ্য করেছিল। ২,৩৬,৫৯৯ জনকে ২০০৫ অবধি মায়ানমারে ফিরিয়ে নিলেও বাংলাদেশে ৩৩,০০০ শরণার্থী রয়ে যায়।

রোহিঙ্গাদের দলবদ্ধভাবে প্রস্থান

- ২০০৫-২০১২: প্রান্তিকীকরণ ও নিপীড়নের কারণে রোহিঙ্গারা নিয়মিতভাবে অল্প সংখ্যায় বাংলাদেশে প্রবেশ করতে থাকে
- ২০১৬ অক্টোবরের আক্রমণ: মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে প্রায় ৮৭,০০০মানুষ
- ২০১৭ আগস্ট-সেপ্টেম্বর যাত্রা: ৭,০০,০০০এরও বেশি মিয়ানমার থেকে পালিয়েছে
- ২০১৮: বাংলাদেশে ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান

- "সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নেই" এই পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেশী দেশের সাথে আলোচনার মাধ্যমেই প্রথমত সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিল।
- সীমান্তে সংকটময় অবস্থার পাশাপাশি মিয়ানমারের উস্কানিতেও বাংলাদেশ শান্ত ছিল।
- জাতিসংঘ এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করে মানবিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ
- নিঃশর্ত সহিংসতা এবং জাতিগত নির্মূলের অনুশীলন বন্ধ
- জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সুপারিশগুলির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের আলোকে সংশ্লিষ্টদের জন্য জবাবদিহিতা বিচার নিশ্চিত করা।
- টেকসই প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান

- ধর্ম ও জাতিগত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে “নিরাপদ অঞ্চল” বাংলাদেশ সরকার মানবতাবাদী কর্মীদের (এনজিও, আইএনজিও, ইউএন) সাথে সমন্বয় করে আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্য, জল এবং স্যানিটেশন সহ সকল ধরণের মানবিক সহায়তা নিশ্চিত।
- কফি আনান কমিশন রিপোর্ট সুপারিশ বাস্তবায়ন
- টেকসই প্রত্যাবাসন এবং সুরক্ষা, অধিকার এবং নাগরিকত্বের পথের গ্যারান্টি প্রদানের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান।
- বাংলাদেশ বিশ্বাস করে এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং সামরিকভাবে সমাধান করা যাবে না।
- ৬৮০০+ একর (বন অঞ্চল সহ) জমি বরাদ্দ
- বাংলাদেশ সরকার ভাসান চরে রোহিঙ্গাদের প্রথম দফায় স্থানান্তর করে ৪ ডিসেম্বর,২০২০। প্রথম ধাপে ১ হাজার ৬৪২ জন নারী-পুরুষ-শিশু স্থানান্তরিত হয়।

রোহিঙ্গা সম্পর্কে মিয়ানমারের বিবরণ

- মায়ানমারে কোনও জাতিগত সম্প্রদায় রোহিঙ্গা বলে পরিচিত না। বাংলাদেশ থেকে "বাঙালি" ... "অবৈধ অভিবাসী“ হলো রোহিঙ্গা!
- রোহিঙ্গারা... "বাঙালি চরমপন্থী সন্ত্রাসী", "মুসলিম সন্ত্রাসী“
- "বাস্তুচ্যুত রাখাইনবাসী”
- "রোহিঙ্গাদের উপর সামরিক নির্যাতন" একটি মিডিয়ার বানোয়াট / জাল খবর

ধন্যবাদ